আলা হযরতের ভালো অভ্যাসসমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

০৬ আগস্ট ২০২৬ইং এর সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযিলত ৩
বয়ান শোনার নিয়্যত ৪
আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪
সত্যবাদীদের সাথে থাকার কুরআনী নির্দেশ ৬
(১) সুন্নাতের অনুসারী ৮
তাঁদের আল্লাহর কাছে কোনো কাজ নেই ৯
মুবাহ কথাবার্তা নেকী খেয়ে ফেলে ১০
(২) ডান হাত দিয়ে আদান-প্রদান করতেন ১০
ডান হাত দিয়ে আদান-প্রদানের অভ্যাস গড়ুন! ১১
(৩) দুনিয়াবী আলোচনাও পছন্দ করতেন না ১২
আলোচনা তো কোনো জিনিসের করা হয় ১৩
(৪) আলা হযরত দোয়া করতেন ১৩
মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন! ১৫
জানাযায় অকাতরে দোয়া করতেন ১৬
আহ তিনি যেন জানাযা পড়ান ১৬
ক্ষমার কারণ কী হলো...? ১৭
আমরা কি জানাযার নামায শিখেছি...? ১৭
কবরে মৃত ব্যক্তির প্রথম উপহার ১৮
আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আরও কয়েকটি ভালো অভ্যাস ২০
মাকতুবে আত্তারের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ২২
নেক আমল নম্বর ১২-এর উৎসাহ ২৩

www.dawateislami.net

মাযার শরীফে হাজিরীর আদব ২৪
ঘোষণা.....২৫
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া ২৬
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: ২৬
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: ২৬
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: ২৭
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: ২৭
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: ২৭
(৬) দরূদে শাফায়াত: ২৮
(১) এক হাজার দিনের নেকী ২৮
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: ২৮
মাযার শরীফে হাজিরীর অবশিষ্ট মাদানী ফুল ২৯
মূর্খতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া ৩০
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি.....৩১
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: ৩২
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী.....৩৪
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল.....৩৪
মাসিক ৪টি নেক আমল ৩৫
বার্ষিক ৩টি নেক আমল ৩৫
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া.....৩৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِاءَةً كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ
وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একশত (১০০) বার দরূদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন। **(মু'জামুল আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস: ৭২৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ২৫শে সফরুল মুযাফফর আমাদের পথপ্রদর্শক, সুন্নীদের ইমাম আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উরস দিবস। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে?

✯ তিনি আশিকদের ইমাম ✯ সুন্নীদের ইমাম ✯ আলিমদের ইমাম ✯ আবিদদের ইমাম ✯ যাহিদদের ইমাম ✯ আহলে তাকওয়ার ইমাম ✯ ফুক্বাহা, মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীনদের ইমাম ✯ তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদ ✯ মুফাসসির ✯ মুহাদ্দিস ✯ অনেক বড় আলিম (Scholar) ✯ অত্যন্ত বুদ্ধিমান (Intelligent) মুফতি ✯ কুরআনের হাফিয ✯ এবং সবচাইতে বড় বিষয় হলো; তিনি মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আশিক ছিলেন।

১০ই শাওয়াল ১২৭২ হিজরী মোতাবেক ১৪ই জুন ১৮৫৬ ইংরেজী ভারতের বেরেলী শহরে তাঁর বিলাদত হয়। ✯ তিনি দ্বীনি ও ইলমী ঘরানার প্রদীপ ছিলেন ✯ তাঁর নাম মুহাম্মদ, তবে তাঁর দাদা তাঁকে আহমদ রযা বলে ডাকতেন, পরবর্তীতে এই নামেই প্রসিদ্ধ হন ✯ ৪ বছর বয়সে নাজেরা কুরআনে করীম খতম করেন ✯ মাত্র ১৩ বছর ১০ মাস ৪ দিন বয়সে দ্বীনি শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং প্রথম ফতোয়া লিখেন ✯ অনুমান করা হয় ৭০টিরও বেশি বিষয়ে আনুমানিক ১০০০টি কিতাব লিখেছেন ✯ কুরআনে করীমের অনুবাদ কানযুল ঈমান ✯ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া ✯ হাদায়িকে বখশিশ তাঁর ইলমী ও সাহিত্যিক কালজয়ী কর্ম ✯ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২ বার হজ্বের সৌভাগ্য লাভ করেন ✯ দ্বিতীয়বার যখন রওযায়ে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ হাজির হলেন, তখন প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে দিদার দান করেন ✯ তাকওয়া ও পরহেযগারী এমন ছিল যে, শুধু ফরয ও ওয়াজিবের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা করতেন না বরং সুন্নাত ও নফল এবং মুস্তাহাব কাজগুলোও ছাড়তেন না ✯ কম খেতেন এবং কম ঘুমাতেন ✯ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২৫শে

সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৮শে অক্টোবর ১৯২১ ইংরেজী জুমার দিন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন ✯ তাঁর মাযার বেরেলী শরীফে অবস্থিত। ২৫শে সফর পুরো বিশ্বে তাঁর উরস পালন করা হয়।

(ফয়যানে ইমামে আহলে সুন্নাত (বিশেষ সংখ্যা), পৃষ্ঠা: ২২-২৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সত্যবাদীদের সাথে থাকার কুরআনী নির্দেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে আমাদেরকে সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পারা: ১১, সূরা: তাওবা, ১১৯নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১১৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

কুরআনের প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার যে তাফসীর বর্ণনা করেছেন, সে অনুযায়ী এই আয়াতে صَادِقِيْن (অর্থাৎ সত্যবাদী) বলতে ৩ ধরণের লোক উদ্দেশ্য: (১) সাহাবায়ে কিরাম (২) আশিকানে রাসূল ওলামা এবং (৩) আউলিয়ায়ে কিরাম। **(তাফসীরে নঈমী, পারা ১১, সূরা তাওবা, ১১৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/১১৫)** এবার এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে: হে ঈমানদারগণ! সাহাবাদের সাথে থাকো, ওলামাদের সাথে থাকো, আউলিয়া আল্লাহর সাথে থাকো।

অতঃপর এখানে আরও একটি বিষয় বোঝার রয়েছে, তা হলো যে, সাথে থাকা বলতে কী বুঝায়? সাধারণত কারো সাথে থাকার ২ টি অর্থ

হয়ে থাকে: (১) শারীরিকভাবে সাথে থাকা (২) মানসিকভাবে সাথে থাকা। নিঃসন্দেহে শারীরিকভাবে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নৈকট্য অর্জন হওয়া, আশিকে রাসূল ওলামায়ে কিরামের সাহচর্য নসীব হওয়া বা আউলিয়ায়ে কিরামের সান্নিধ্য পাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়; তবে আয়াতে করীমায় শুধু শারীরিকভাবে সাথে থাকা উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: হৃদয় দিয়ে সাহাবায়ে কিরাম, ওলামা ও আউলিয়ায়ে কিরামের সাথে থাকা। উদ্দেশ্য হলো যে, হে ঈমানদারগণ! সাহাবাদের, ওলামাদের ও আউলিয়াদের ✯ মনে-প্রাণে ভালবাসো ✯ তাঁদের যেসব আকীদা রয়েছে সেই আকীদাগুলো গ্রহণ করো ✯ তাঁদের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা গ্রহণ করো ✯ তাঁদের শিক্ষার উপর আমল করো ✯ তাঁদের মতো চরিত্র গঠন করো ✯ তাঁদের মতো নিজের ব্যক্তিত্ব বানাও ✯ তাঁদের জীবনী থেকে আলো অর্জন করো ✯ প্রকাশ্যে ও ✯ গোপনে সবদিক থেকে তাঁদের ভালবাসো ✯ এই পবিত্র মনীষীরা যে পথের মুসাফির তোমরাও সেই পথের মুসাফির হও ✯ এবং তাঁরা যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন তোমরাও তাঁদের থেকে নির্দেশনা নাও এবং সেই পদ্ধতিতেই জীবন কাটাও! **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১১, সূরা: তাওবা, ১১৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/১১৫)**

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমাদের আক্বা আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও ওলিয়ে কামিল, তিনিও সত্যবাদী, তাঁর আকীদাও সত্য, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও সত্য, তাঁর শিক্ষা ও প্রতিটি আমল সুন্নাতে রাসূলের প্রতিফলন এবং সত্য পথের নিদর্শন।

আসুন! কুরআনী নির্দেশের উপর আমল করার নিয়তে একজন ওলিয়ে কামিলের কয়েকটি মুবারক অভ্যাস শুনি এবং নিয়ত করি যে, আমরাও এই নেক কাজগুলো গ্রহণ করে নিজেদের জীবন সুন্দর করার চেষ্টা করব।

(১) সুন্নাতের অনুসারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রিয় অভ্যাসসমূহের একটি বড় বৈশিষ্ট্য (Quality) হলো যে, তিনি নিজের জীবনের ভিত্তি সুন্নাতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রেখেছিলেন। প্রতিটি কাজে সুন্নাতের অনুসরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কোন ঢঙে এবং কেমন পরিস্থিতিতে সুন্নাতগুলোর উপর আমল করতেন? শুনুন! সৈয়দ আইয়ুব আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একদিন ফজরের নামাযের সময় ছিল, লোকজন জামাআতের অপেক্ষায় বসে ছিল। অভ্যাসের বিপরীতে আজ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আসতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল, সবার দৃষ্টি তাঁর ঘরের দিকে ছিল। এমতাবস্থায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্রুত তাশরীফ আনলেন। সেই সময় মাওলানা ক্বানাআত আলী আমাকে বললেন: এই স্বল্প সময়ের মধ্যেও দেখতে হবে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদে প্রথমে ডান পা রাখেন নাকি বাম পা...! এখন আমাদের দৃষ্টি ছিল তাঁর কদমের দিকে। سُبْحٰنَ الله কুরবান হয়ে যান! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা কতই না চমৎকার ছিল ✯ মসজিদের সিঁড়িতে যখন কদম মুবারক পৌঁছালো তো ডান পা ✯ মসজিদের মেঝেতে কদম পৌঁছালো তবুও ডান পা ✯ মেঝের এক অংশ থেকে অন্য অংশে কদম রাখার সময়ও ডান পা ✯ সামনে মসজিদের বারান্দায় একটি কাতার বিছানো ছিল তার উপর কদম পড়লে তা-ও ডান পা এবং এখানেই শেষ নয় ✯ প্রতিটি কাতারে প্রথমে ডান কদম রাখছিলেন ✯ এমনকি মেহরাবে তাশরীফ আনলেন ✯ জায়নামাযে কদম রাখলেন তো প্রথমে ডান কদমই রাখলেন। **(ফয়যানে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ১২০)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাত হলো মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা ভেতরে রাখা। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা দেখুন; যতই তাড়া থাকুক, বাহ্যিকভাবে অন্যমনস্ক হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ✯ তাঁর চিন্তায় ✯ তাঁর অভ্যাসে ✯ তাঁর ভাবনায় প্রতি মুহূর্তে সুন্নাতের ছবিই থাকতো। এমন দ্রুততার সময়েও মসজিদের প্রতিটি অংশে ডান কদম দিয়ে শুরু করছিলেন।

আহ! আমাদেরও যেন মসজিদের এমন আদব নসীব হয়। আহ! আজকাল তো পরিস্থিতি অনেক বিগড়ে গেছে, মানুষ মসজিদের সম্মান খুব কমই জানে ✯ মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতসমূহ কী? ✯ মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ কী? ✯ মসজিদে অবস্থানের সুন্নাতসমূহ কী? খুব কম মানুষেরই এই তথ্যগুলো জানা থাকে। আবার বর্তমান অবস্থাও দেখুন! ✯ কেউ মসজিদে কথা বলছে ✯ কেউ উচ্চ স্বরে চিৎকার করছে ✯ ফালতু গল্পগুজবে লিপ্ত ✯ মিউজিক্যাল রিংটোন মসজিদের ভেতর বাজছে। মসজিদ শয়তান থেকে বাঁচার মজবুত কেল্লা কিন্তু আফসোস! আমরা সুন্নাত পালন করি না তাই এখানেও নফস ও শয়তানের চক্করে ফেঁসে যাই। আফসোস! ✯ এখন তো মসজিদে লড়াই-ঝগড়াও হয়ে যায় ✯ গীবত হয় ✯ চুগলখোরী হয় ✯ এমনকি হাসিতামাশাও করা হয়। হাদীসে পাক শুনুন এবং শিক্ষা নিন যে, এটি কত বড় গুনাহ।

তাঁদের আল্লাহর কাছে কোনো কাজ নেই

✯ আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা হবে, তোমরা তাঁদের সাথে বসো না কারণ তাদের

সাথে আল্লাহর কোনো কাজ নেই।” **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৮৭, হাদীস: ২৯৬২)** ✯ হাদীসে পাকে রয়েছে: اَلضِّحْكُ فِي الْمَسْجِدِ ظُلْمَةٌ فِي الْقَبْرِ অর্থাৎ মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার নিয়ে আসে। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ৩২২, হাদীস: ৫২৩১)**

মুবাহ কথাবার্তা নেকী খেয়ে ফেলে

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: اَلْكَلَامُ الْمُبَاحُ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوْهٌ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ। অর্থাৎ মসজিদে মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয) কথা বলা মাকরূহ এবং তা নেকীগুলোকে খেয়ে ফেলে।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/৪১৮, ৭৪৩নং হাদীসের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মসজিদের সম্মান করা উচিত ✯ মসজিদ আল্লাহ পাকের ঘর ✯ ইবাদতের জায়গা ✯ আল্লাহর স্মরণে মগ্ন হওয়ার ✯ দুনিয়া থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপন প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করার জায়গা ✯ এমন পবিত্র ✯ এবং অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার জায়গায় এসেও যদি আমরা গুনাহই করি, বে-আদবী করি তবে শোধরাব কোথায় গিয়ে...? এইজন্য মসজিদের আদব রক্ষার অভ্যাস গড়ে তুলুন! আল্লাহ পাক আমাদেরও মসজিদের আদব ও সম্মানের তাওফীক নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) ডান হাত দিয়ে আদান-প্রদান করতেন

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক অভ্যাস ছিল যে, ডান হাত দিয়েই কিছু দিতেন এবং নিতেন। আলা হযরতের খলীফা ও ছাত্র মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ যাফরুদ্দীন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব ‘হায়াতে আলা হযরত’-এ লিখেন: যদি

কাউকে কোনো জিনিস দিতে হতো আর সে যদি বাম হাত এগিয়ে দিত তবে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৎক্ষণাৎ নিজের হাত গুটিয়ে নিতেন এবং বলতেন: ডান হাত দিয়ে নিন, বাম হাত দিয়ে শয়তান নেয়।

(হায়াতে আলা হযরত, ১/১৮৯)

ডান হাত দিয়ে আদান-প্রদানের অভ্যাস গড়ুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত যে, কিছু নিতে বা দিতে হলে অথবা যেকোনো সম্মানের কাজ হলে ডান হাত দিয়ে করার অভ্যাস গড়ে তোলা। ✯ হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই যেন ডান হাত দিয়ে খায় এবং ডান হাত দিয়ে পান করে এবং ডান হাত দিয়ে নেয় আর ডান হাত দিয়ে দেয়; কারণ শয়তান বাম হাত দিয়ে খায়, বাম হাত দিয়ে পান করে, বাম হাত দিয়ে দেয় এবং বাম হাত দিয়ে নেয়।" **(ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা: ৫৩২, হাদীস: ৩২৬৬)** ✯ মুসলমানদের আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে অযু করা পছন্দ করতেন এবং একইভাবে চিরুনিও ডান দিক থেকেই করতেন, এমনকি নালাঈন শরীফও (জুতো) যখন পরার ইচ্ছা করতেন তখন প্রথমে ডান কদম মুবারক নালাঈন শরীফে প্রবেশ করাতেন।

(শামায়িলে মুহাম্মদিয়া,, পৃষ্ঠা: ১৮৯, হাদীস: ৮৫)

শুধু এই ৩ টি কাজই নয় বরং যত সম্মান ও মর্যাদার কাজ রয়েছে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। সুতরাং ✯ পোশাক পরিধান করা ✯ মসজিদে প্রবেশ করা ✯ মাথা ও গোঁফ ইত্যাদির চুল ছাঁটা ✯ মিসওয়াক করা ✯ নখ কাটা ✯ চোখে সুরমা লাগানো ✯ কাউকে কিছু দেওয়া বা কারো থেকে নেওয়া

✯ পানাহার করা ইত্যাদি কাজ ডান হাত বা ডান দিক থেকে করা উচিত। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফীক নসীব করুক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩) দুনিয়াবী আলোচনাও পছন্দ করতেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি প্রিয় মুবারক অভ্যাস এও ছিল যে, সর্বদা দ্বীনি কাজ এবং আখিরাতের কল্যাণের কথাতেই ব্যস্ত থাকতেন। দুনিয়ার দিকে মন লাগানো বা সেদিকে মনোযোগ দেওয়া তো অনেক দূরের কথা, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুনিয়ার আলোচনাও পছন্দ করতেন না। সদরুশ শরীয়া মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জুমার পর উপস্থিতিদের একটি বড় দল উপস্থিত থাকত ✯ সাধারণত মানুষ দ্বীনি বিষয় জিজ্ঞাসা করত এবং আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিতেন ✯ অথবা কোনো হাদীস ✯ বা আয়াতের বিষয়ে আলোচনা করতেন ✯ কখনো আউলিয়ায়ে কিরামের কাহিনী বর্ণনা করতেন। উপস্থিতিদের কেউ বলতে পারবে না যে, আমি আলা হযরতকে দুনিয়াবী কোনো বিষয় বলতে শুনেছি, সর্বদা কোনো না কোনো দ্বীনি আলোচনাই হতো। **(ফয়যানে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ১৭৪)**

سُبْحٰنَ اللّٰہ! কত চমৎকার অভ্যাস। দুনিয়ার এর উপযুক্ত কবে হলো যে, তার আলোচনা করা হবে? আল্লাহর ওলীরা আখিরাতের সন্ধানী হয়ে থাকেন, সুতরাং দ্বীনি ও পরকালীন আলোচনাই করেন। আফসোস! আজকাল তো কথার বিষয়বস্তু (Topic) শুধু দুনিয়া, দুনিয়া আর দুনিয়া

হয়ে গেছে। কারো পাশে বসলে ✯ কেউ সরকারের সমালোচনা নিয়ে বসে ✯ কেউ পূর্বে বসে পশ্চিমের গল্প শোনায় ✯ কেউ পরিস্থিতির অভিযোগ করে ✯ কেউ নিজের দুনিয়াবী সফলতা ও কৃতিত্বের কাহিনী নিয়ে বসে পড়ে। আহ! আমরা যেন আখিরাতের চিন্তা পেয়ে যাই।

আলোচনা তো কোনো জিনিসের করা হয়

একবার কোনো এক ব্যক্তি হযরত রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর সামনে দুনিয়ার আলোচনা করলে তিনি বললেন: মূল্যবান জিনিসের আলোচনা করা হয়, যার কোনো মূল্যই (Value) নেই তার আলোচনা করা হয় না। **(তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, ৪/৫৪৮)**

জানা গেল দুনিয়ার আলোচনা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম, তার পরিবর্তে যিকিরুল্লাহ করুন! سُبْحٰنَ الله, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইত্যাদি তাসবীহ পড়ুন, কারণ এতে সাওয়াব মিলবে।

(৪) আলা হযরত দোয়া করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এবার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি অনন্য মুবারক অভ্যাস শুনুন! আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিটি মুসলমানের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন; আপন হোক বা পর, সবার প্রতি মায়া ও কল্যাণকামিতার মহান প্রেরণা পোষণ করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ভক্তদের প্রতি এতটাই খেয়াল রাখতেন যে, তিনি নিজের ✯ আত্মীয় ✯ স্বজন ✯ বন্ধু-বান্ধব এবং ✯ বিশেষ বিশেষ মুরিদদের নামের একটি দীর্ঘ তালিকা (List) বানিয়ে রেখেছিলেন। ফজরের নামাযের পর নিজের ওযীফা পাঠ করার শেষে এই সকলের জন্য নাম ধরে

ধরে দোয়া করতেন। মানুষ এই আকাঙ্ক্ষা করত যে, তাদের নামও যেন এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সৈয়দ আইয়ুব আলী সাহেব বলেন: একদিন আমি অনেক পেরেশান ছিলাম, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে দোয়ার জন্য আরয করলাম। তিনি দোয়া করলেন এবং সেই সাথে আমাকে ও আমার ভাই সৈয়দ ক্বানাআত আলীকে বললেন: তোমাদের দুজনের নামও আমি দোয়ার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি, যা ধীরে ধীরে অনেক লম্বা হয়ে গেছে। এই সমস্ত নাম আমার মুখস্থ আছে, প্রতিদিন নাম ধরে সবার জন্য দোয়া করি। **(ফয়যানে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ১৮০)**

سُبْحٰنَ الله! কী চমৎকার আদব...! আমরা একটু নিজেদের উপর চিন্তা করি, বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কোনো একদিন শুধু নিজের মোবাইলটি পরীক্ষা করুন! মোবাইলে সেভ করা নম্বরের লিস্ট (Contact List) খুলে দেখুন! দেখুন এতে কত মানুষের নম্বর সেভ আছে। নিশ্চয়ই যাদের নম্বর সেভ আছে, কোনো না কোনো ভাবে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক অবশ্যই থেকে থাকবে। এখন একটু চিন্তা করুন! যখন আমরা নামায পড়ি, আপন প্রতিপালকের দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠাই, আমরা নিজেদের জন্য অনেক কিছু চাইছি; যেমন ✯ মাওলা! আমাকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো ✯ মাওলা! আমাকে আখিরাতের কল্যাণ দান করো ✯ মাওলা! আমার ঘরবাড়ির ভালো করো ✯ হে দয়ালু আল্লাহ! আমার ছেলে-মেয়েদের কল্যাণ করো ✯ আমার পরিবার-পরিজনের ভালো করো।

কখনো কি ভেবেছেন? এই যে আমাদের মোবাইলে এতগুলো নম্বর সেভ আছে, এদের মধ্যে ✯ আমাদের ভাইদের নম্বর আছে ✯ নিকটাত্মীয়দের (Relatives) নম্বর আছে ✯ বন্ধু-বান্ধবদের নম্বর আছে; কখনো কি আমরা এই মানুষগুলোর জন্যও দোয়া করেছি...? কখনো কি দোয়ার সময় এই মানুষগুলোর কথা আমাদের মনে এসেছে? এটি বেশি দূরের কথা বলছি না, এরা তো তারাই যাদের সাথে আমাদের কোথাও না কোথাও সম্পর্ক আছে বা ছিল। আমরা তাদের জন্যও দোয়া করি না। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শান দেখুন! তিনি নিজের আত্মীয়, বন্ধু এমনকি নিজের মুরিদদের নামেরও একটি লিস্ট বানিয়ে রেখেছিলেন এবং কুরবান হয়ে যান! বলেন: এই সমস্ত নাম আমার মুখস্থ আছে এবং আমি প্রতিদিন নাম নিয়ে নিয়ে তাদের জন্য দোয়া করি।

মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত যে, আমাদের মুসলমান ভাইদের জন্য দোয়া করা, এর অভ্যাস গড়ে তোলা। আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই ব্যক্তি মুসলমান পুরুষ ও নারীদের জন্য দোয়ায়ে মাগফিরাত করে, আল্লাহ পাক তাকে প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও নারীর বিনিময়ে একটি করে নেকী দান করবেন।" **(জামেয়ে সগীর, পৃষ্ঠা: ৫১৩, হাদীস: ৮৪১৯)**

سُبْحٰنَ الله! অনুমান করুন! হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে এখন পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলমান দুনিয়ায় এসেছেন। শুধু এতটুকু দোয়া করবে: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ (ইয়া আল্লাহ পাক! আমাকে এবং

সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও নারীদের ক্ষমা করো)। এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله কোটি কোটি নেকী হাতে আসবে। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জানাযায় অকাতরে দোয়া করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক দরদী হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রায়ই জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন এবং মৃতের প্রতি সহমর্মিতা এভাবে প্রকাশ করতেন যে, জানাযার সময় এবং জানাযার পর মৃতের জন্য প্রচুর দোয়া করতেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যার জানাযার নামায পড়াতেন উপস্থিতদের মনে হতো তিনি আপন জোরালো সুপারিশের মাধ্যমে তার মাগফিরাত করিয়ে নিচ্ছেন এবং অনেকক্ষণ ধরে জানাযার নামায পড়াতেন। এই দীর্ঘ সময়ের বাহ্যিক কারণ ছিল যে, হাদীস শরীফে যেসব দোয়া এসেছে তিনি সেই সব দোয়াই পড়তেন। **(ফয়যানে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ১৮১)**

আহ তিনি যেন জানাযা পড়ান

জনৈক সৈয়দ সাহেব ছিলেন, তিনি বলতেন: প্রতিটি মানুষের কাছে নিজের জীবন অনেক প্রিয় এবং আমার কাছেও নিজের জীবন অনেক প্রিয় তবে শুধু একারণে যে, আলা হযরত আমার জানাযার নামায পড়িয়ে আমাকে মাগফিরাত করিয়ে নিবেন। আমি চাই আমার ইন্তেকাল যেন আলা হযরতের জীবদ্দশায় হয় এবং তিনি যেন আমার জানাযার নামায পড়ান, যা আমার ক্ষমা ও মুক্তির কারণ হবে। **(ফয়যানে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ১৮১)**

ক্ষমার কারণ কী হলো...?

বেরেলী শরীফে নবাব আযীয আহমদ নামক জনৈক ব্যক্তি থাকতেন। তার জীবন বাহ্যিকভাবে নেক আমল করে কাটেনি। যখন তার ইন্তেকাল হলো তো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার জানাযার নামায পড়ালেন। পরবর্তীতে সেই নবাব আযীয আহমদ সাহেবের স্ত্রী (Wife) তাকে স্বপ্নে দেখলেন; কী দেখছেন নবাব সাহেব অনেক ভালো অবস্থায় আছেন। বিবি সাহেবা জিজ্ঞেস করলেন: আপনার ক্ষমার কারণ কী? নবাব সাহেব বললেন: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার জানাযার নামায পড়িয়েছেন এবং এত বেশি দোয়া করেছেন যে, আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিয়েছেন! **(ফয়যানে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ১৮১)**

سُبْحٰنَ الله! আমার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কী চমৎকার শান...!!

আমরা কি জানাযার নামায শিখেছি...?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি শেখার বিষয়...! হাদীসে জানাযার নামাযের যত দোয়া বর্ণিত হয়েছে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সব মুখস্থ ছিল এবং যখন তিনি জানাযার নামায পড়াতেন তো মৃতের কল্যাণ কামনায় সেই সমস্ত দোয়া পড়তেন।

এখন চিন্তা করুন; ✯ আমাদের কি জানাযার নামাযের মাত্র একটি দোয়াও মুখস্থ আছে? ✯ জানাযার নামাযে ফরয কতটি? ✯ এর রুকন কী? ✯ জানাযার নামাযের নিয়ত কীভাবে করতে হয়? ✯ জানাযার নামাযের সানা কোনটি? ✯ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর জানাযার দোয়া

কোনটি? ✯ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও মেয়ের জানাযার দোয়া কোনটি? এই সবকিছু কি আমাদের জানা আছে? আফসোস! আমরা দ্বীন থেকে এত দূরে সরে গেছি যে, আজ বহু মুসলমান জানাযার নামাযের পদ্ধতি জানে না। সাধারণত যখন জানাযার নামায পড়ে তখন ইমাম সাহেব তার পদ্ধতি বলে দেন কিন্তু পরের বার পুনরায় ভুলে যায়।

আপনারা কি জানেন? জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। কোথাও কারো মৃত্যু হলে যদি যেকোনো একজনও জানাযার নামায পড়ে নেয় তবে সবার পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি জানাযার নামায পড়া না হয় তবে যার যার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে সবাই গুনাহগার হবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৮২৫, অংশ: ৪)

কবরে মৃত ব্যক্তির প্রথম উপহার

✯ প্রিয় আক্বা মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট কেউ জিজ্ঞেস করল: মুমিন যখন কবরে প্রবেশ করে তখন তাকে সর্বপ্রথম কোন উপহার দেওয়া হয়? ইরশাদ করলেন: তার জানাযার নামায আদায়কারীদের মাগফিরাত করে দেওয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৭, হাদীস: ৯২৫৭)** ✯ রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কোনো জান্নাতী ব্যক্তি ইন্তেকাল করে, তখন আল্লাহ পাক লজ্জা বোধ করেন ঐ লোকদের আযাব দিতে, যারা তাঁর জানাযা নিয়ে চলেছে এবং যারা তাঁর পেছনে চলেছে আর যারা তাঁর জানাযার নামায আদায় করেছে। **(মুসনাদে ফিরদাউস, ১/২৮২, হাদীস: ১১০৮)** ✯ অন্য এক হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে জানাযার সাথে চলে, জানাযার নামায পড়ে এবং দাফন হওয়া পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকে তাঁর জন্য ২ কিরাত সাওয়াব রয়েছে, যার প্রতিটি

কিরাত ওহুদ (পাহাড়)-এর সমান। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযার নামায পড়ে ফিরে আসে তার জন্য এক কিরাত সাওয়াব। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৩৪০, হাদীস: ৯৪৫)**

দেখুন! এগুলো কত চমৎকার ফযীলত। জানাযার নামায পড়ার কত নেকী...!! আমরা যখন কারো জানাযার নামায পড়ি; কি জানি তিনি কি জান্নাতী আর তার সদকায় কি আমরাও ক্ষমা পেয়ে যাবো...!! কিন্তু আফসোস! আমরা তো জানাযার নামায পড়তেই জানি না, আমাদের তো জানাযার দোয়াই মুখস্থ নেই।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের এই বিষয়গুলো শেখা উচিত! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা মুসলমান এবং মুসলমানের জন্য তো এগুলো সবচেয়ে মৌলিক (Basic) বিষয় ✯ অযুর পদ্ধতি আমাদের জানা থাকা ✯ অযুর ফরযসমূহ জানা থাকা ✯ অযুর সুন্নাতসমূহ জানা থাকা ✯ নামাযের পদ্ধতি জানা থাকা ✯ নামাযের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আমাদের জানা থাকা ✯ সঠিক তাজভীদ ও ক্বিরাতের সাথে কুরআন মাজীদ পড়া আমরা যেন শিখে নিই ✯ জানাযার নামায আমাদের জানা থাকা ✯ ঘুমানো-জাগ্রত ✯ পানাহার ✯ ঘরে প্রবেশ ✯ ঘর থেকে বের হওয়া ইত্যাদির কিছু সুন্নাতও আমাদের মুখস্থ হওয়া উচিত।

এই সবকিছু শেখার একটি সহজ পদ্ধতি আরয করব? اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী প্রতি মুহূর্তে আমাদের দ্বীন শেখানোর জন্য ব্যস্ত রয়েছে। আশিকানে রাসূল ✯ মসজিদে ✯ দোকানে ✯ ফ্যাক্টরিতে ✯ স্কুল ও কলেজে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা লাগান ✯ প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় বয়স্ক ইসলামী ভাইদের কুরআন করীম বিশুদ্ধ তাজভীদ ও ক্বিরাত

সহকারে পড়ানো হয় ✯ অযু, গোসল, নামায এবং জানাযার নামাযের আহকাম ও মাসায়েল শেখানো হয় ✯ সুন্নাতসমূহ বলা হয় এবং ✯ কানযুল ঈমানের অনুবাদ ও তাফসীর পড়ার ও শোনার সুযোগ মিলে। ✯ হাদীসে পাকে রয়েছে: তোমাদের মধ্যে উত্তম সে-ই, যে কুরআন শেখে এবং শেখায়। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ১২৯৯, হাদীস: ৫০২৭)** ✯ অন্য এক বর্ণনায় আছে: যেই ব্যক্তি কুরআনে করীম শিখল, শিখালো এবং কুরআনে করীমে যা আছে তার উপর আমল করল, কুরআনে করীম তার জন্য সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে। **(কানযুল উম্মাল, ১/২৬৬, হাদীস: ২৩৭৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজই আপনাদের কাছের প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা ভর্তি হয়ে যান! اِنْ شَآءَ الله ওলীদের ফয়যান নসীব হবে, সুন্নাত শিখবেন এবং দুনিয়া জুড়ে সুন্নাতের দাওয়াত প্রচারকারী হয়ে যাবেন। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফীক নসীব করুক।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আরও কয়েকটি ভালো অভ্যাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কয়েকটি ভালো ভালো চমৎকার অভ্যাসের আলোচনা শুনলাম। আসুন! সংক্ষেপে আরও কয়েকটি মুবারক অভ্যাস সম্পর্কে শুনি: ✯ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অট্টহাসি দিতেন না ✯ হাই আসলে আঙুল দাঁত দিয়ে চেপে ধরতেন এবং কোনো আওয়াজ বের করতেন না ✯ কুলি করার সময় বাম হাত দাড়ির পশমের উপর রেখে মাথা নিচু করে মুখ থেকে পানি ফেলতেন ✯ ক্বিবলার দিকে মুখ করে কখনো থুতু ফেলতেন না ✯ ক্বিবলার দিকে পা ছড়াতেন না ✯ নামায পাগড়ী পরিধান করে পড়তেন ✯ মিসওয়াক করতেন ✯ তাঁর জাহির ও বাতিন এক ছিল, যা হৃদয়ে থাকতো তা-ই

মুখে আসত, যা মুখ দিয়ে বলতেন তার উপর আমলও করতেন ✯ দ্বীনের ব্যাপারে কারো পরোয়া করতেন না ✯ আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাৎ হলে আনন্দিত হতেন এবং তাঁদের চূড়ান্ত সম্মান করতেন ✯ কোনো ব্যক্তি হজ্ব শেষে তাঁর খেদমতে হাজির হলে তাদের আগে এটি জিজ্ঞেস করতেন যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসহায়দের আশ্রয়স্থল দরবারে হাজির হয়েছিলেন? যদি তিনি 'হ্যাঁ' বলতেন তবে সাথে সাথে তার কদম চুম্বন করতেন। ✯ মিলাদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাহফিলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দু'যানু হয়ে (আত্তাহিইয়াতে বসার মতো) বসে থাকতেন, শেষে সালাত ও সালামের সময় দাঁড়াতেন ✯ তাঁর দরবার থেকে কোনো ভিক্ষুক খালি হাতে যেত না। **(ফয়যানে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ১১২, ১১৩)**

আল্লাহ পাক আমাদেরও এমন চমৎকার অভ্যাসগুলো গ্রহণ করার, সুন্নাত শেখার এবং অন্যদের শেখানোর তাওফীক নসীব করুক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রবিউল আউয়ালের আনন্দময় মাস আসতে চলেছে। আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার ক্বাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জশনে মিলাদ পালনকারী আশিকানে মিলাদকে তাঁর মাকতুব (Letter)-এ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট প্রদান করেছেন। আসুন! কয়েকটি পয়েন্ট আমরাও শ্রবণ করি:

মাকতুবে আত্তারের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

(১) চাঁদ রাতে এই শব্দের মাধ্যমে ৩ বার মসজিদে ঘোষণা করান: "সমস্ত আশিকানে রাসূলকে মোবারকবাদ যে, রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখা গেছে।"

(২) নিগরান ও যিম্মাদারসহ সমস্ত আশিকানে রাসূল রবিউল আউয়াল শরীফে বিশেষভাবে কমপক্ষে ৩ দিনের কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন এবং ইসলামী বোনেরা এক মাস পর্যন্ত প্রতিদিন ঘরের ভেতর (শুধু ঘরের ইসলামী বোন ও মুহরিমদের মাঝে) মাদানী দরস জারি করুন এবং ভবিষ্যতে নিয়মিত জারি রাখার নিয়ত করুন।

(৩) যদি পতাকায় নালাঈনে পাকের ছবি বা কোনো লেখা থাকে তবে এই বিষয়ের খেয়াল রাখুন যে, তা যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো না হয়, না তো জমিনে পড়ে; তাছাড়া রবিউল আউয়াল মাস অতিবাহিত হওয়া মাত্রই দ্রুত নামিয়ে নিন। যদি সতর্কতা রক্ষা করতে না পারেন এবং বে-আদবী হয় তবে সাধারণ মাদানী পতাকা উড়ান। (সাগে মদীনাও তার ঠিকানাহীন ঘরে সাধারণ মাদানী পতাকা লাগিয়ে থাকে)

(৪) মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত প্যামফ্লেট "জশনে বিলাদতের ১২টি পয়েন্ট" সম্ভব হলে ১১২টি নতুবা কমপক্ষে ১২টি এবং সম্ভব হলে তবে “বসন্তের প্রভাব” পুস্তিকা ১২টি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে বিতরণ করুন। বিশেষ করে ঐ সংগঠনের প্রধানদের কাছে পৌঁছান যারা জশনে বিলাদতের অনুষ্ঠান করেন।

(৫) বারভী রাত ইজতিমায়ে মিলাদে কাটিয়ে সুবহে সাদিকের সময় নিজের হাতে মাদানী পতাকা উঠিয়ে, দরূদ ও সালামের মালা গেঁথে, অশ্রুভেজা চোখে বসন্তের প্রভাতকে স্বাগত জানান। ফজরের নামাযের পর সালাম ও ঈদ মোবারক বলে একে অপরের সাথে উৎফুল্লতার সাথে মুলাক্বাত করুন এবং সারাদিন ঈদের মোবারকবাদ পেশ করতে থাকুন এবং কোলাকুলি করুন।

(৬) প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার শরীফ রোযা রেখে নিজের বিলাদতের দিন পালন করতেন। আপনারাও মুস্তফার স্মরণে ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফে রোযা রেখে মাদানী পতাকা হাতে নিয়ে জুলুসে মিলাদে অংশগ্রহণ করুন। যতটুকু সম্ভব অযু অবস্থায় থাকুন। ঠোঁটে নাতের সুর সাজিয়ে, দরূদ ও সালামের ফুল বর্ষণ করে, দৃষ্টি নত রেখে গাম্ভীর্যের সাথে চলুন। অহেতুক লাফালাফি করে কাউকে সমালোচনার সুযোগ দিবেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ১২-এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফয়যানে আলা হযরত অর্জন করতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান! খুব উৎসাহের সাথে ১২টি দ্বীনি কাজে ব্যবহারিকভাবে অংশ নিন! اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অজস্র বরকত নসীব হবে। আফসোস আজ ব্যস্ততার যুগে মানুষের কাছে ইলমে দ্বীন অর্জন করার সময় নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমান যুগের ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত,

দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার ক্বাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফাসাদের যুগে গুনাহ থেকে বাঁচতে, নেকী করতে এবং সহজে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে "৭২টি নেক আমল" নামক পুস্তিকা প্রদান করেছেন। এই নেক আমলগুলোর মধ্যে ১২ নম্বর নেক আমল হলো: আজ কি আপনি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অথবা মাকতাবাতুল মদীনার কোনো কিতাব বা পুস্তিকা অথবা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" কমপক্ষে ১২ মিনিট পড়েছেন বা শুনেছেন? এই নেক আমলের উপর নিয়মানুবর্তিতার সাথে আমল করলে আমাদের ইলম বৃদ্ধি পাবে, ইলমে দ্বীন অর্জন করার ফযিলত ও বরকত নসীব হবে। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাযার শরীফে হাজিরীর আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার "মাযারাতে আউলিয়া কী কাহিনী" পুস্তিকা থেকে মাযার শরীফে হাজিরীর পদ্ধতি এবং এর মাদানী ফুল শুনি।

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মাযার শরীফে হাজিরী দেওয়া এবং তাঁদের থেকে ফয়েয অর্জন করা বুযুর্গদের রীতি। যেমনটি হাম্বলি মাযহাবের অনুসারীদের শায়খ ইমাম খাল্লাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই, আমি ইমাম মূসা কাজিম বিন জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযারে হাজির হয়ে তাঁর ওসিলা প্রদান করি।

আল্লাহ পাক আমার সমস্যা সমাধান করে আমার উদ্দেশ্য পূরণ করে দেন। **(তারীখে বাগদাদ, ১/১৩৩)** ✯ হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার যখন কোনো চাহিদার সম্মুখীন হই, তখন দুই রাকাত নামায আদায় করে ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারে গিয়ে দোয়া করি, আল্লাহ পাক আমার চাহিদা পূরণ করে দেন। **(আল খয়রাতুল হিসান, পৃষ্ঠা: ২৩০)** (যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ওলীর মাযার শরীফ বা) যেকোনো মুসলমানের কবরের যিয়ারতে যেতে চায় তবে মুস্তাহাব হলো যে, প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরূহ সময় না হলে) দুই রাকাত নফল পড়া, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ১ বার আয়াতুল কুরসী এবং ৩ বার সূরা ইখলাস পড়বে এবং এই নামাযের সাওয়াব কবরবাসীকে পৌঁছে দিবে, আল্লাহ পাক সেই ইন্তিকাল করা বান্দার কবরে নূর সৃষ্টি করবেন এবং এই (সাওয়াব পৌঁছানো) ব্যক্তিকে অনেক বেশি সাওয়াব দান করবেন। **(ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫০)**

ঘোষণা

মাযার শরীফে হাজিরীর অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ০৬ আগস্ট ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

মাযার শরীফে হাজিরীর অবশিষ্ট মাদানী ফুল

অতঃপর ভালো ভালো নিয়তে মাযার শরীফের দিকে রওনা হোন এবং (যিয়ারতকারীর উচিত আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর) মাযার শরীফে হাজির হওয়ার সময় কদমের দিক থেকে যাওয়া এবং কমপক্ষে চার হাত দূরত্বে চেহারার সামনে দাঁড়ানো আর মধ্যম আওয়াজে (এভাবে) সালাম আরয করা: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِیْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ অতঃপর "দরূদে গাউসিয়া" ৩ বার, আলহামদু শরীফ ১ বার, আয়াতুল কুরসী ১ বার, সূরা ইখলাস ৭ বার, পুনরায় "দরূদে গাউসিয়া" ৭ বার এবং সময় থাকলে সূরা ইয়াসীন ও সূরা মুলক পাঠ করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন যে, ইলাহী! এই তিলাওয়াতের উপর আমাকে ততটুকু সাওয়াব দাও যা তোমার দয়ার যোগ্য, ততোটা নয় যা আমার আমলের যোগ্য এবং আমার পক্ষ থেকে এই মকবুল বান্দাকে উপহার হিসেবে পৌঁছে দাও। এরপর নিজের যেই জায়িয ও শরয়ী চাহিদা রয়েছে, তা অর্জনের জন্য দোয়া করুন এবং সাহেবে মাযারের রূহকে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের উসিলা সাব্যস্ত করুন, পুনরায় একইভাবে সালাম করে ফিরে আসুন। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫২২)** ☆ হাজিরীর আদব খেয়াল রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মাযারে হাজিরী দিন ☆ যথাসম্ভব বা-অযু থাকুন ☆ হাজিরীর জন্য যাওয়ার সময় বা-অযু হয়ে যান এবং যিকির ও দরূদ দিয়ে নিজের মুখকে সিক্ত রাখুন। **(মাযারাতে আউলিয়া কী হিকায়াত, পৃষ্ঠা: ৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মূর্খতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "মূর্খতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়া হলো:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি আল্লাহর আশ্রয় চাইছি যে, আমি যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই। **(ফয়যানে দোয়া, পৃষ্ঠা ২৪৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

www.dawateislami.net

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও

শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد